যুগান্তর

তারিখ 17 FEB 2009
পৃষ্ঠা ১-৩ কলাম ৪

গুলশানে ঝুঁকিপূর্ণ ভবনে স্কুল অবৈধভাবে চলছে নির্মাণকাজ

নোটিশ জারি করেই নীরব আছে রাজউক

যুগান্তর রিপোর্ট

গায়ের জোরে অবৈধ ভবন নির্মাণ করে ওই ভবনে স্কুল চালুর উদ্যোগ নিয়েছেন গুলশান আবাসিক এলাকার এক প্রভাবশালী। তিনি না মানছেন ইমারত নির্মাণ বিধিমালা, না মানছেন প্রতিবেশীদের আপত্তি। সব আইন-কানুন, নিয়ম-নীতি ও বাধা উপেক্ষা করে এ ব্যক্তি ভবনের নির্মাণ কাজ অব্যাহত রেখেছেন। অবৈধ ভবনটির কারণে প্রতিবেশীরা তাদের শান্তি বিনষ্ট হওয়ার আশংকা করছেন। আবাসিক এলাকায় বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ বেআইনি হলেও এসবের তোয়াক্কা করছেন না প্লটের মালিক। অন্যদিকে অবৈধ নির্মাণ রোধে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) কিছুই করতে পারেনি। উচ্ছেদ অভিযানের জন্য চূড়ান্ত নোটিশ জারি করে চুপসে গেছে রাজউকের তৎপরতা। ভবন রক্ষায় চলছে নানামুখী তদবির। যারা ভবন মালিকের অবৈধ কার্যকলাপের

স্কুল : পৃষ্ঠা ১০ : কলাম ৮

স্কুল : গুলশানে

প্রতিবাদ জানিয়েছেন তাদের প্রাণনাশের হুমকি দেয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

গুলশান মডেল টাউনের আবাসিক জোনে ১০০ নম্বর সড়কের ৩৪বি নম্বর প্লটে রাজউকের অনুমোদন ছাড়াই তিনতলা ভবন নির্মাণ করেছেন প্লট মালিক মোঃ শোয়েব। অভিযোগ রয়েছে, প্রতিবেশীরা এতে আপত্তি জানালেও তিনি গ্রাহ্য করেননি। নিজ দায়িত্বে তিনি একটি পুরনো ভবনের একাংশের ওপর ভবনটি নির্মাণ করেন। এতে পুরনো ভবনসহ নতুনটিও ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়ে। সম্প্রতি ঝুঁকিপূর্ণ ভবনে অস্ট্রেলিয়ান স্কুলের একটি শাখা খোলার উদ্যোগ নিয়েছেন প্লট মালিক। সোমবার সরেজমিন গিয়ে দেখা গেছে, জোরেশোরে চলছে ভবনের নির্মাণ ও মেরামত কাজ। এক নির্মাণ কর্মী জানিয়েছেন, শিগগিরই এ ভবনে স্কুল চালু হবে। এজন্য প্লট মালিক দ্রুত তাদের কাজ শেষ করতে বলেছেন। রাতের বেলায়ও কাজ করেন তারা।

জানা গেছে, রহস্যজনকভাবে এতদিন অবৈধ নির্মাণ কাজের প্রতি রাজউকের নজর পড়েনি। অথচ রাজউকের কর্মীরা নিয়মিত গুলশান চষে বেড়াচ্ছেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে জনৈক প্রতিবেশী লিখিত অভিযোগ দায়ের করলে রাজউকের টনক নড়ে এবং রাজউক অবৈধ নির্মাতার নামে নোটিশ জারি করতে থাকে। সর্বশেষ ২৮ জানুয়ারি মোঃ শোয়েবের নামে অবৈধ তিনতলা ভবন অপসারণ করে নিতে রাজউক চূড়ান্ত নোটিশ জারি করে। নোটিশে অবৈধ ভবনটিকে সাত দিনের মধ্যে অপসারণ করে নেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়। কিন্তু প্রায় দু'সপ্তাহ হয়ে গেলেও ভবনটি অপসারণ করা হয়নি। বরং নোটিশের তোয়াক্কা না করে মালিকপক্ষ জোরেশোরে চালাচ্ছে স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য নির্মাণ কাজ। যোগাযোগ করা হলে প্লটের মালিক মোঃ শোয়েব বলেন, তিনি রাজউকের চূড়ান্ত নোটিশ পেয়েছেন। নোটিশ দেয়ার পর রাজউক কি করবে সেটা রাজউকই ভালো বলতে পারবে। এর বেশি তিনি কথা বলতে চাননি। স্কুলের পরিচালক মোঃ আনিস বলেন, ভবনটি নতুন নয়, পুরনো। এতদিন তো কেউ খবরও নেয়নি। আমরা স্কুল করার উদ্যোগ নেয়ার পর কেন রাজউকের নোটিশ আসছে সেটা দেখছি।

সোমবার দুপুরে রাজউকের মহাখালী অফিসের অথরাইজড শাখার দায়িত্বশীল এক কর্মকর্তা বলেন, গুলশানের ১০০ নম্বর সড়কের ৩৪বি প্লটের তিনতলা ভবনটি অবৈধ। প্লট মালিককে কয়েকবার নোটিশ করে তার ভবনের অনুমোদিত নকশা দেখাতে বলা হয়। একবারও তিনি নকশা দেখাতে পারেননি। এরপর আইন অনুযায়ী তাকে ভবনটি সরিয়ে নিতে চূড়ান্ত নোটিশ দেয়া হয়েছে। ওই কর্মকর্তা জানান, অবৈধ ভবনটি রক্ষা করতে প্রভাবশালীদের পক্ষ থেকে চাপ আসছে। এ চাপ সত্ত্বেও তারা অবৈধ ভবন উচ্ছেদের পরিকল্পনা হাতে নিয়েছেন।

নগরীতে রাজউকের অস্তিত্ব থাকলেও এভাবে সবার নাকের ডগায় শত শত অবৈধ ভবন নির্মাণ হচ্ছে। নিজেদের তৎপরতা দেখাতে কিছু ভবন মালিকের নামে রাজউক উচ্ছেদের চূড়ান্ত নোটিশ দিয়েছে। কিন্তু নানা তদবির ও অর্থের জোরে এসব নোটিশের অধিকাংশই কার্যকর হয় না। এক সময় দেখা যায়, চূড়ান্ত নোটিশ জারির কয়েক মাসের মধ্যে অবৈধ ভবন নির্মাণ কাজই শেষ হয়ে যায়। তখন 'নির্মাণ কাজ শেষ হয়ে গেছে' বলে রাজউক আর উচ্ছেদে আগ্রহী হয় না। অভিযোগ রয়েছে, অবৈধ নির্মাতাদের সঙ্গে রাজউকের কতিপয় কর্মকর্তা-কর্মচারীর গভীর সম্পর্ক রয়েছে। মূলত তারাই রাজউকের গোপন খবর পাচার করে দেয়।